মুচির আশ্চর্য বৌ

তরুণ ঘটক

বৌ — ও পুতুলওলা, পুতুলওলা!

মুচি — এ বাড়িটায় আজকের রাতটা কাটানো যাবে? শরীরে আর জোর নেই আমার।

বৌ — হ্যাঁ, হ্যাঁ ভেতরে এসো। মদ খাবে তো বল, পয়সার কথা ভেবো না—আমি তোমাকে খাওয়াবো। (প্রতিবেশীদের উদ্দেশে) এ্যাই, তোমরা এখানে মেলা লাগিয়েছ কেন?

লাল প্রতিবেশিনী — আমরা তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনার গায়ে লাগছে কেন?

(চারপাশে চোখ বুলিয়ে মুচি বেশ শান্তভাবে টেবিলের ওপর তার পট রাখে।)

মুচি — ছেড়ে দেন হুজুর, ওদের থাকতে দেন। ওদের পয়সায় তো আমার পেট চলে। অবশ্য আপনার মুখের ওপর আমার ছোটমুখে বড়কথা হয়ে যাবে। আপনি বোধহয় গাঁয়ের একজন মুরুব্বি। চেহারা দেখেই তাই মনে হয়। কিন্তু ওরা আমার খদ্দের। তাই বলছি সবাই থাকুক।

বালক — এ লোকটাকে আমি আগে দেখেছি মনে হচ্ছে। ওর কথা শুনে চেনা লাগছে। (ছেলেটা একভাবে আবাক হয়ে মুচির দিকে চেয়ে থাকে)

পুতুল নাচ হবে না?

মুচি — এক পাওর মাল খেইে খেল শুরু করবো।

বৌ — (খুশি হয়ে) আমার বাড়িতে খেলা দেখাবে তো?

লাল প্রতিবেশিনি — আমরা এবার ভেতরে আসবো

বৌ — (গম্ভীর) সবাই এসো। (মুচিকে মদের গ্লাস দেয়)

লাল প্রতিবেশিনী — (চেয়ারে বসে) যাক বাবা, আজ একটু মজা হবে। বড্ড একঘেয়ে লাগছে কদিন।

(মেয়র বসে)

মেয়র — অনেক দূর থেকে আসা হচ্ছে বুঝি?

মুচি — বহুৎ দূর।

মেয়র — সেভিইয়া থেকে নাকি?

মুচি — আরও দূর থেকে।

মেয়র — ফ্রান্স?

মুচি — আরও দূর।

মেয়র — ইংল্যান্ড থেকে?

মুচি — ফিলিপাইন দ্বীপ থেকে।

(প্রতিবেশীরা ভীষণ শ্রদ্ধায় গুঞ্জন করে ওঠে। বৌ আরও উচ্ছল)

মেয়র — তাহলে তুমি নিশ্চয় যুদ্ধ দেখেছ! বিদ্রোহীদের!

মুচি — দেখেছি মানে? ঠিক যেমন এখন আপনাদের দেখছি তেমন, মুখোমুখি।

বালক — ওরা কিরকম দেখতে?

মুচি — অসহ্য! ভেবে দেখ একবার ওরা সবাই মুচি! দু'একজন ছাড়া সবার এক কাজ। (প্রতিবেশীরা বৌ-এর দিকে তাকায়)

বৌ — (লজ্জায় আনত মুখে) ওদের সবার এক কাজ। অন্য কিছু নেই?

মুচি — বল্লুম তো— নেই। ফিলিপাইন মুচির দেশ। মুচি মানেই ফিলিপাইন।

বৌ — ফিলিপাইনের মুচিরা বোধ হয় বোকাহাবা। এদেশে কিন্তু ওরা মহা চালু— মানে লোক ঠকাতে ওস্তাদ।

লাল প্রতিবেশিনী — (তোষামোদের ভঙ্গীতে) যা বলেছ। একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।

বৌ — তোমার কথা না বললেও চলবে।

লাল প্রতিবেশিনী — রাগ করছ কেন?

মুচি — (ওদের কথা শেষ হতে দেয় না) আহারে! কি খানদানী মাল। আমার দিলটা জুড়িয়ে গেল। বড় দামী জিনিস খাওয়ালে যাহোক।

(নীরবতা)

মেয়েছেলেদের মনের মতো কড়া মাল আমি খেয়েছি। ওদের মনের মতো কাল আঙুর থেকে সে

মাল তৈরি হয়।

বৌ — মেয়েদের মন বড় নিষ্ঠুর।

মেয়র — থাক, থাক, ওসব কথা বাদ দাও। তা তোমার খেলার মানে তামাশার বিষয়টা কি একবার বল দেখি।

মুচি — (গ্লাস শেষ ক'রে মুখ মুছে নিয়ে বৌ-এর দিকে তাকায়) আচ্ছা, তাহলে বলি। 'শো' দেখাব। ছোট 'শো', কিন্তু এর ভিতর মেলাই কসরৎ লাগছে। বিজ্ঞানের কলাকৌশল, নানা বিদ্যা। আমি মানুষের জীবনের ভেতরে যা ঘটে সেই বিষয়ে দেখাই। ছড়া, গান, কতকথা বলে জীবনের গান করি। আমার কাছে আছে নানা বিষয়, যেমন— 'বৌ ভক্ত মুচি' আর 'আলেকজান্দ্রিয়ার কিয়েরাব্রাস', 'দান দিয়েগোর জীবন কথা', 'সুপুরুষ ফ্রানসিস্‌কো এসতেবান এর রোমাঞ্চকর কথা' আর সবার ওপর আছে 'দজ্জাল মেয়েছেলের মুখ বন্ধ করার কায়দা'। এইসব আর কি!

বৌ — আমার বর এসব কাহিনী জানতো।

মুচি — সবই তেনার লীলা।

বৌ — তোমরা সবাই চুপ করে শোন...

বালক — চুপ।

মেয়র — (আদেশ দেবার মতো) সবাই চুপ কর। ওর গান সবারই কিছু শেখার আছে। (মুচিকে) এবার তাহলে শুরু হোক। কি কথা দাদা?

(মুচি পাটকরা পট খুলে টেবিলে রাখে। এই পটে একটি গল্পের ছবি আঁকা রয়েছে। জমায়েত লোকজন আরও কাছে আসে। বৌ ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে।)

মুচি — এবার কান পেতে মন দিয়ে আমার কথা শুনুন।

বালক — কি সুন্দর!

(বৌ - কে জড়িয়ে ধরে। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন শোনা যায়)

বৌ — নে, ভাল করে শোন। আমি ঠিকমতো বুঝতে না পারলে বলে দিবি।

বালক — এর গল্প কি স্কুলের ইতিহাসের চেয়ে শক্ত?

মুচি — শুনুন উপস্থিত গুণীজনেরা, মনপ্রাণ দিয়ে এই কাহিনীটা একটু শুনুন। সত্য ঘটনা। এক সুন্দরী যুবতী গৃহবধূ আর তার গরীব, শান্ত ধীরস্থির স্বামীর গল্প। না, শুধু গল্প নয়—তাদের জীবনের বেদনামাখা গল্পগাথা। তবে এর মধ্যে একটুও বানানো কথা নেই। এ গান পৃথিবীর সব মানুষের পক্ষে একটা শিক্ষা—সাবধানবাণী। এ গাথা আপনাদের হৃদয়মনকে তাজা করে, অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

(প্রতিবেশীরা ঘাড় নাড়ে আর মহিলারা কেউ কেউ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে)

বালক — ওর কথা শুনে কাকুর কথা মনে পড়ছে না তোমার? মিল পাচ্ছ না?

বৌ — তার গলা আরও মিষ্টি ছিল।

মুচি — তাহলে পালা শুরু করি?

বৌ — আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বালক — আমারও।

(মুচি লাঠি দিয়ে খোলা পটচিত্রের একটি অংশে নির্দেশ করে। সবাই খুব কৌতুহল নিয়ে ছবি দেখে এবং মুচি গান শুরু করে।)

মুচি — কোরদোবাতে গাছের ছায়ায়
বাগান ঘেরা কুড়ে ঘর,
সে ছিল এক সময় যখন
থাকত চামার বউয়ের সাথে

বউটি ছিল ডাঁটো ভীষণ
চামার ছিল শান্ত স্বভাব,
যদিও বউ কুড়ির এদিক
পঞ্চাশোধিক কম করে বর।

হে ভগবান ঝগড়া কেবল,
এই দেখ না গতরখাকীর
চেহারা, যে মুখ ছোটাত
বরকে নেহাৎ নরম পেয়ে

বৌ — কি বজ্জাত মেয়েছেলে!

(মুচি তার বৌ-এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে)

মুচি

চামার রানির কালো চুলের
ঢল নেমেছে, আঁধার হলো,
শরীর যেন টলটলে জল
লুথেনার ফিটকিরির খনিন।

হাঁটত যখন উড়ত দখিন
হাওয়ায় গাঘরা এলোমেলো,
পোশাক আশাক থেকে লেবু
ঝোপের গন্ধ আসত নাকে।

(ওঃ) কী যে লেবু, যেসব লেবুর
ডেরা সবুজ লেবুবীথি!
(ওঃ) কী যে ছিল মিষ্টি মেয়ে
চর্মকারের ছোট্ট বধূ!

এবার দেখুন চামার বউয়ের
মন মজাতে ঘোড়ায় চেপে
কেমন করে আসত কড়া
মাঞ্জা দিয়ে চ্যাংড়া অনেক!
দোর গোড়াতে টাকাওয়ালা
মানুষজনের উঁকিঝুঁকি
উস্‌কে দিত বাসনা মে'র
ঘড়ির চেনে ঝুলত সোনা!

ভাব জমাবার ইচ্ছে নিয়ে
পাড়ত কথা বউটা মুচির,
নুড়ির ওপর ঘোড়াগুলো
পা রগড়াতো, চিঁহিচিঁহি।

দেখুন গো তার ঢলাঢলি
পটের বিবির মত সেজে
আর এদিকে চামড়াতে সুঁই
বিঁধছে মুচি, টাটাচ্ছে হাত।

গোবেচারা বুড্ডা চামার
বে করল এক কচি মেয়ে
কোন সে লোফার ঘোড়ায় চড়ে
লুটল পিরীত দোরগোড়াতেই?
(বড় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল বৌ, এবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)

মুচি — কী হলো আপনার?

মেয়র — শান্ত হও, সবাই শান্ত হও
(মেঝেতে লাঠি ঠোকে)

লাল প্রতিবেশিনী — গান জমে গেছে, এখন চেঁচামেচি করলে সব মাঠে মারা যাবে।

বেগুনী প্রতিবেশিনী — চলুক গান। থামলেন কেন? নিন, শুরু করুন।
(প্রতিবেশীরা আবার কথা বলে)

বৌ — (কাঁদতে কাঁদতে বলে, সংযত হওয়ার চেষ্টা করে এবং তার হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলার ধরন এক কমিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।)
আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি কান্না চাপতে পারছি না তাই। ওঃ আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি সামলাতে পারছি না।

মেয়র — চুপ চুপ করো সব।

মুচি আপনারা দয়া করে গানের মধ্যে কথা বলে মনযোগটা নষ্ট করে দেবেন না। সব গল্পটা সাজিয়ে বলতে গেলে মনের একাগ্রতা লাগে। ভাবুন তো, ব্যাপারটা কি অতই সহজ।

বালক ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন।

মুচি (বিরক্ত) সোমবারের এক সকালবেলা
কাঁটায় - কাঁটায় সাড়ে - এগারো,
সূর্য সবে মুড়োল ছায়া
মধুকুপি আর হোগলা ঝাড়ে
নাচছে হাওয়া বুনো ঝোপের
সঙ্গে যখন পাহাড়চুড়োয়
এবং যখন ফলসা গাছের
সবুজ পাতায় ভরছে মাটি,

তখন ছিনাল চামার গিন্নি
জল ঢালছে তার বাগানে।
ঠিক সে সময় নাগর এলো
কোরদোবার -ই ঘোড়ায় চড়ে,

বউয়ের কানে - ফিসফিসিয়ে
বলল, 'ও মেয়ে, চাইলে তুমি
একসাথে আজ রাত্রে খাবো,
আমরা একা এক টেবিলে।
'রাজী, কিন্তু মরদ আমার'।
'তোমার মরদ? টের পাবে না।'
'ধান্দাটা কি'? 'মারবো জানে।'
'তুখোড় সে খুব, পারবি না তুই।'
'আছে কি তার রিভলবার?'
'তার চেয়ে ভালো এই নাপতের ক্ষুর।'
'বেশ ধার আছে?' 'হিম হাওয়া কোন ছার।'
'আর আমার ক্ষুর এক নম্বরী'
'মিথ্যে নয়তো?' 'না, বলছি শোন
মতলব খানা যেমন ভাঁজছি
ঠাণ্ডা মাথায় দশখানা পোঁচ
ঝাড়ব মুচিকে কোথায় কোথায়
প্রথম চারটে ওর তলপেটে
বাঁ পাঁজরে মোটে একটা
ওর ধারকাছে আর একখানাও,
দুই দুই বাড়ি, দু'পাছায় চার'।
'কখন মারবে? আজ এক্ষুনি?'
'আজ রাত্তিরে ফিরবে যখন—
চামড়া - টামড়া বালামচি নিয়ে
তখন, যেথায় বাঁক নেয় খাঁড়ি।
(সবাই হাসে)

(শেষ গান গাওয়ার সময় বাইরে তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। লোকজন উঠে দাঁড়ায়। আরও কাছাকাছি আবার আর্তনাদ। মুচির হাত থেকে লাঠি আর পটের সামগ্রী মাটিতে পড়ে যায়। সবাই ভয়ে কাঁপে।)